যুগান্তর

২৫ MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

নকলমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নকলমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতনের ১০০ ভাগ সরকারি তহবিল হইতে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন শিক্ষামন্ত্রী। আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে রাখিয়া শুক্রবার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এক মোটিভেশন সভায় নকল বন্ধে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ লইয়া খোলামেলা আলোচনা হয়। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকল বন্ধে বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ বর্তমান সরকারের একটি বড় সাফল্য হিসাবে সর্বমহলে স্বীকৃত। পাবলিক পরীক্ষা বলিতেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কেন্দ্রে 'নকলের মহোৎসব'- সংবাদপত্রে এই শিরোনাম এখন আর তেমন দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অবাধ সুযোগ জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছিল। সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে নকল অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছে। তবে নকলপ্রবণতা বন্ধ হইয়াছে, এমন কথা বলা যাইবে না। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ১৪ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীর এবং প্রায় দুইশত শিক্ষকের বহিষ্কার হওয়ার ঘটনা উহারই সাক্ষ্য দিবে। কড়াকড়ির মধ্যেও বেশ কিছুসংখ্যক কেন্দ্রে নকলের অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এইচএসসি পরীক্ষায় ইহার পুনরাবৃত্তি হইবে না, ইহাই প্রত্যাশিত। শুক্রবারের সভায় পরীক্ষার হলে মন্ত্রী ও এমপিদের প্রবেশের উপর কড়াকড়ি আরোপের ঘোষণা দিয়াছেন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী। সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় রাজনৈতিক এবং ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশও নিষিদ্ধ করিবার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। ইহা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইলে নকল রোধে যেমন সহায়ক হইবে তেমনি পরীক্ষার্থীরাও নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারিবে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৯০ ভাগ সরকারি তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইতেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণেও সরকারি তহবিল হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। ইহার পাশাপাশি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু এতসব সুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষার মান বাড়িতেছে, এমন কথা বলা যাইবে না। গত বৎসর এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় ১ হাজার ৪০০ বিদ্যালয় হইতে একজনও পাস না করিবার ঘটনাকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করা যায় না। শিক্ষকদের জবাবদিহিতা অবশ্যই থাকিতে হইবে। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেহ পাস করে নাই কিংবা ফেলের সংখ্যা বেশি সেইগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগের প্রতি তাই সকলের সমর্থন জানাইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে তদবির কিংবা চাপ সৃষ্টির কোন অবকাশ থাকা উচিত নয়। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য সঠিকভাবে গড়িয়া না তোলাই নকলের প্রধান কারণ। পরীক্ষার হলে কড়াকড়ি আরোপের পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষে যথাযথ পাঠদানসহ শিক্ষার মানোন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপের উপরেও গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীরা মানসম্পন্ন শিক্ষা না পাইলে কেবল প্রশাসনিক কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা নকল ঠেকানো কঠিন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও এমন হওয়া দরকার যাহাতে গড়পড়তা মানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীরা সহজে উত্তর দিতে পারে। প্রশ্নপত্র জটিল ও ঘোরালো কিংবা উত্তরপত্র মূল্যায়নে অযথা কড়কড়ি করিয়া বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ফেল করাইবার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নাই। শিক্ষক নিয়োগের কাজে সরকারের ভূমিকা বাড়াইবার কথা বলা হইতেছে। সরকারি তহবিল হইতে বেতনপ্রাপ্তি নিশ্চিত হইবার কারণে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগলাভ করিতে তদবির ও ধরাধরির পাশাপাশি অর্থের লেনদেনের অভিযোগ দেশের সর্বত্রই কমবেশি উঠিতেছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ করা না গেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার মান বৃদ্ধি করা কীভাবে সম্ভব হইবে? সরকারি কোষাগার হইতে বেতনের প্রায় সবটা পাইবার পরও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চাইতে প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টার লইয়া বেশি ব্যস্ত থাকেন। ইহাতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়, অভিভাবকদের উপরও বাড়তি ব্যয়ের বোঝা চাপে। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কোচিং সেন্টার-নির্ভরতা কমানোও জরুরি। পরীক্ষায় নকল বন্ধে প্রশাসনিক যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের সমর্থন রহিয়াছে। পরীক্ষায় নকল নয়- এই আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানাইয়া বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীসহ সমাজের সকল অংশের কৃতী মানুষেরা সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করিবেন, ইহাই প্রত্যাশিত।